দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 AUG 1991
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

84

'ভার্সিটি বন্ধ করে সন্ত্রাস দমন সম্ভব নয়'

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও ৯২ জন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের নির্দেশ অমান্য করে হলে থাকার ঘোষণা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি হলের এই ৯২ জন ছাত্র গতকাল নিজ নিজ হলের প্রভোস্টকে পৃথক পৃথক চিঠিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেয়।

এ নিয়ে মোট ১০৭ জন ছাত্র কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে হলে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। উল্লেখ্য বুধবার সর্বপ্রথম ১৫ জন ছাত্র হলে থাকার কথা ঘোষণা করে গতকাল জিয়াউর রহমান হল জগন্নাথ হল, ও জহুরুল হক হলে ছাত্ররা অবস্থান করে। ছাত্ররা প্রভোস্টের কাছে যে চিঠি দিয়েছে তাতে হল ছাড়ার ব্যাপারে সিন্ডিকেটের নির্দেশ পালনে অপারগতা প্রকাশ করা হয়েছে।

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

'ভার্সিটি বন্ধ করে সন্ত্রাস দমন সম্ভব নয়'

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চিঠিতে বলা হয়, "বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ এবং হল খালি করে সন্ত্রাস বন্ধ করা সম্ভব নয়। নিকট এবং দূর অতীতে সে কথাই প্রমাণ করে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ এবং আবাসিক হল খালি করার কোন যুক্তি নেই। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আমরা নিজ নিজ হলেই অবস্থান করবো। এতে আমরা কোন অন্যায় দেখি না, বরং এটাই ন্যায়সঙ্গত।"

গতকাল রাত দশটায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এই ৯২ জন ছাত্র হলে ওঠার প্রস্তুত নিচ্ছিলেন। এদের মধ্যে ছেলেদের ১১টি হলের ছাত্ররাই রয়েছেন।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সুনীল দাস ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হোসেন বাহার এক বিবৃতিতে ১০৭ জন ছাত্রের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, ছাত্রদের এরূপ প্রতিবাদ ও সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ন্যায়সত। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে সন্ত্রাস দমন করা যে সম্ভব নয় এটা অনেক আগেই প্রমাণিত হয়েছে। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ এই ছাত্রদের নিয়ে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আগেই বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান।

ডাকসুর সাবেক পরিবহণ সম্পাদক এবং জাতীয় ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক অহিদুজ্জামান চানও অনুরূপ এক বিবৃতিতে ছাত্রদের হলে অবস্থান করার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে সন্ত্রাস দমনের ঐই প্রক্রিয়া অনেক আগেই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগ ছাড়া অন্য কোন লাভ হয় না।

মধুর ক্যান্টিন বন্ধ ঘোষণা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এক নির্দেশবলে মধুর ক্যান্টিন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছেন। বুধবার রাতে ক্যান্টিনের মালিককে এক চিঠির মাধ্যমে তিনি জানিয়ে দেন যে, পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত ক্যান্টিন বন্ধ থাকবে। ভিসির এই নির্দেশ অনুযায়ী গতকাল মধুর ক্যান্টিন বন্ধ থাকায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। সকালে মধুর ক্যান্টিনে উপস্থিত কয়েকশ ছাত্র ভিসির নির্দেশ অমান্য করে ক্যান্টিন খুলে ভেতরে প্রবেশ করে। ছাত্ররা ঘোষণা দেয় যে মধুর ক্যান্টিন প্রতিদিন খোলা থাকবে।

কয়েকজন ছাত্রনেতা ভাইস চ্যান্সেলরের সঙ্গে দেখা করে তার এই নির্দেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

গতকালের ক্যাম্পাস

ক্যাম্পাস হতকালও শান্ত ছিল। পুলিশ যথারীতি মধুর ক্যান্টিন, টিএসসি, ভিসির বাসভবনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্য দিয়ে যানবাহন চলাচল এখনো বন্ধ রাখা হয়েছে।

ছাত্রলীগ (না-শ) গতকাল ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি কলাভবন এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নাসির-উদ-দুজা ও সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স এক বিবৃতিতে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবী জানিয়েছেন।

এ দাবীতে ছাত্র ইউনিয়ন ৩ আগষ্ট সকাল দশটায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও পরে প্রেসিডেন্টের সচিবালয় অভিমুখে মিছিল বের করার কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।

সিন্ডিকেটের নির্দেশ অমান্য করে হলে অবস্থানকারী ১০৭ জন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবীতে ৩ আগষ্ট ভিসি অফিস ঘেরাও করবে। ছাত্ররা এক বিবৃতিতে সকল আবাসিক ছাত্রকে এই কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করতে আহবান জানিয়েছে।